STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

জুন ২০১৮
নবপর্যায় ৬২
মূল্য ১০ টাকা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের সেমিনার কক্ষে বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ছবি : পরিষদ বার্তা

বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভায় অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকলে আগামি দু'দশকে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত 'বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্যের আবসান চাই' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত বলেছেন, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের কারণে প্রতিদিন ৬০০ জন মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামি তিন দশক পর বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু থাকবে না। তিনি বলেন, সব সরকারের আমলেই জমি জবরদখলকারীরা ক্ষমতাসীন দলের সাথেই থাকেন।

ড. বারাকাত বলেন, ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রকৃত অর্থে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চেয়েছিলাম, অসাম্প্রদায়িক মানসগঠন চেয়েছিলাম। বাস্তবে তার কোনটি-ই হয় নি।

তিনি বলেন, ১৩১টি ইসলামিজঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশে বর্তমানে ক্রিয়াশীল। এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি। মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যেও রয়েছে মৌলবাদ। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে জনগণ আজ সম্মান চায় উল্লেখ করে ড. বারাকাত বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন সভ্য সমাজের লক্ষণ নয়। ধর্মকে রাজনীতিতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের ব্যবহারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশিষ্ট এ অর্থনীতিবিদ বলেন, এ জন্যে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে নি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মূল নিবন্ধ ও তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন যথাক্রমে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. এম এম আকাশ, বিশিষ্ট

আলোচনা সভায় উপস্থাপিত মূল নিবন্ধ চতুর্থ পৃষ্ঠায়
বাজেট বৈষম্যের চিত্র সপ্তম পৃষ্ঠায়

অর্থনীতিবিদ ড. আর এম দেবনাথ, স্বপন ভট্টাচার্য এমপি, মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, পংকজ দেবনাথ এমপি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী বিএনপি'র গৌতম চক্রবর্তী, জাতীয় পার্টির নেতা সুনীল শুভ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায়। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. অরুণ গোস্বামী, বাপ্পাদিত্য বসু, ব্যারিস্টার প্রশান্ত বড়ুয়া, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, এ এল আর ডি'র শামছুল হুদা প্রমুখ।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কার্যত মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে গেছে। বাজেট বৈষম্য এই রাজনীতির ধারাবাহিকতা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আর এম দেবনাথ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বিচিত্র পৃষ্ঠা ২

চাঁদা দাবি করে সাংসদ ঊষাতনকে হত্যার হুমকি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একদল দুর্বৃত্ত গত ৭ জুন রাত ৮টার দিকে ঢাকায় সংসদ ভবন এলাকায় সাংসদ ঊষাতন তালুকদারের বাসায় ঢুকে চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা না দিলে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলে শেরেবাংলা নগর থানায় অভিযোগ করেছেন সাংসদ ঊষাতন তালুকদার। পাবর্ত্য রাঙামাটি জেলার স্বতন্ত্র সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি।

ঊষাতন তালুকদারের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ সংসদ ভবন থেকেই সাতজনকে গ্রেফতার করে। সাংসদ বাদী হয়ে এ ঘটনায় মামলা করেন। পরদিন শুক্রবার সকালে তাদের ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে পাঠিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। আদালত আসামিদের একদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন। আসামিরা এখন কারাগারে।

শেরেবাংলা নগর থানার ওসি জি জি বিশ্বাস বলেন সাংসদ ঊষাতন তালুকদার অভিযোগ করেছেন, ৭ জুন রাতে সাতজন লোক তাঁর সংসদ সদস্য ভবনের বাসায় ঢুকে ঈদ বকশিস বাবদ সাড়ে ৫ লাখ টাকা দাবি করেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঊষাতন তালুকদার মামলায় বলেছেন, ঐদিন রাত পৃষ্ঠা ২

নজিরবিহীন পাশবিকতা, বিচারের প্রহসন

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

শিরোনাম সব্যাখ্যাত। নির্গলীতার্থ অকল্পনীয়, অভাবিত, অশ্রুতপূর্বক, বিবমীষা-উদ্রেককারী। ঘটনাস্থল ইতিহাস ঐতিহ্যের এক স্বর্ণ- নাম কিশোরগঞ্জ । তিনজন মহামান্য রাষ্ট্রপতির পবিত্র জন্মভুমি, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ । উপমহাদেশ খ্যাত মনীষী সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, নিরোদ সি চৌধুরী , দেবব্রত বিশ্বাস, অজয় রায় প্রমুখদের জন্মভূমি ।

মহামানবদের এই পূন্যভূমিতে এসেছিলাম সম্প্রতি শিরোনাম বর্ণিত দূঃসহ ঘটনা পরম্পরা জানতে ও অমানবিকতার ভয়াবহতা ব্যাপকতার পরিমাপ করতে । নিদারুণ উদ্বেগাকুল নাগরিক কমিটির একজন হিসেবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ প্রমুখদের এই পর্যবেক্ষণ দলের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের রসদের জোগানদার ছিল কতিপয় নির্ভীক প্রতিবেদন । ২০ শে জুন প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদন 'কটিয়াদিতে বিধবা ও কিশোরী কন্যার উপর পাশবিকতা - বাবা-চাচা-ছেলে মিলে ধর্ষণের পর নির্যাতন'। যমুনা টিভির ঘটনা সম্পর্কিত সচিত্র প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে নির্যাতিতার মর্মভেদী বিবেক জাগানিয়া করুণ আর্তনাদ- আহাজারী যা সমগ্র জাতির অন্তরে ঘটিয়েছে রক্তক্ষরণ । প্রতিনিধিদলের জন্য অপেক্ষা করেছিল আর এক অবিশ্বাস্য কঠিন ও রুঢ় সত্য । উক্ত মর্মন্তদ ঘটনা নিয়ে ১৯ জুন কটিয়াদী থানায় যে মামলা হয় তাতে কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লঘুদন্ডের' অপরাধ গণ্য করে অভিযুক্ত নরপশুদের বিরুদ্ধে এজাহার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে অভিযুক্তদের জামিন যোগ্য অপরাধী হিসেবে স্নেহ মিশ্রিত ভালবাসায় সিক্ত করেন ।

নাগরিক প্রতিনিধিদল কটিয়াদীর ঘটনাস্থল বনগ্রাম এবং কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক- নাগরিকদের সাথে বিশেষভাবে অত্যাচারিতের এজাহারে বর্ণিত সত্যের বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যের প্রমাণ পেয়েছে । দৈনিক যুগান্তর এবং যমুনা টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ ও এজাহারে বর্ণিত ঘটনা যে সর্বাংশে সত্য তা সপ্রমাণিত । দুঃখজনক ভাবে ঘটনাটিকে পুলিশ ধামাচাপা দিয়েছে এবং অপরাধীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে এবং রুজু করা মামলাটির টুটি চিপে ধরেছে । রক্ষক হয়েছে ভক্ষক ।

ভিকটিম বিধবার বয়স ৩৮ ও কন্যার বয়স ১৪ । এজাহারে আসামীর নাম উল্লেখ করে এজাহারে বলা হয়েছে 'বিবাদীরা নিরীহ হিন্দু মহিলা পাইয়া আমাকে নানা ভাবে অন্যায়-অবিচার করিয়া আসিতেছে । ..... বিবাদি ধলু মিয়া আমাকে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের খারাপ প্রস্তাব দিত .... সুযোগমতো পাইলে আমার ক্ষতি করিবে প্রকাশ করিত । বিষয়টি এলাকার লোকজনকে জানাইলে বিবাদী পৃষ্ঠা ২

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকলে আগামি দু'দশকে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংমিশ্রণের জন্যে রাজনীতিবিদদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, সব কিছু চলে গেছে বেসরকারি খাতে, তবে ধর্মটা রয়ে গেছে সরকারি খাতে। গণতন্ত্র চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে।

সাংসদ পংকজ দেবনাথ ধর্মীয় বাজেটসহ সর্বক্ষেত্রে বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভারতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে বলে সেখানকার সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করে না। আর বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়া বারবার বিঘ্নিত হয়েছে বলেই দেশ পাকিস্তানি উত্তরাধিকারীত্ব থেকে আজো মুক্ত হতে পারে নি। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে পংকজ বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

রাজনীতিতে কুটিল ব্যবস্থা ও সর্বক্ষেত্রে চতুরতা চলছে বলে উল্লেখ করে সাংসদ স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, সংসদের ভেতরে-বাইরে বৈষম্য নিরসনে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এ ছাড়া দাবি আদায়ে বিকল্প কোন পথ আজ আর খোলা নেই। তিনি বলেন, সবক'টি রাজনৈতিক দল স্বৈরশাসনের ভেতর দিয়ে চলছে। তিনি ৭২-র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর জোর গুরত্ব আরোপ করেন।

সাংসদ মনোরঞ্জন শীল গোপাল পাকিস্তানি আমল থেকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা 'ব্যালেন্স' করে নি উল্লেখ করে বলেন, আওয়ামী লীগও ব্যালেন্স করুক এটা আমরা চাই না। তিনি দুঃখ করে বলেন, কারো বিশেষ প্রেসক্রিপশনে পাঠ্য বইয়ে পরিবর্তন নিয়ে এলে কষ্ট হয়। বাজেটে বিগত দু'বছর যাবৎ হিন্দু মন্দির উন্নয়নের কথা বলে দু'শ কোটি টাকার মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রীয় এ অঙ্গীকারের জন্যে কেন তদ্বির করতে হবে?

বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা 'সাম্য' থেকে রাষ্ট্র আজ অনেক দূরে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতীয় পার্টির নেতা সুনীল শুভ রায় সারা দেশে বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ গড়ে তোলার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত তাঁর সূচনা বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ঘোষিত ২০০ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দের অনতিবিলম্বে ছাড় দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং একই সাথে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ থোক বরাদ্দ প্রদানের, বিগত চার দশকে অব্যাহত ধর্মীয় বৈষম্য নিরসনকল্পে অন্যুন দুই হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের, আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়ার, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সঠিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিরুপনকল্পে এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপনের জন্যে সর্বাঙ্গীন শুমারীর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গীর্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান।

চাঁদা দাবি করে সাংসদ ঊষাতনকে হত্যার হুমকি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৮টার দিকে আসামীরা বেআইনিভাবে তাঁর সংসদ ভবন-২ এর ২০৩ নম্বর কক্ষে ঢুকে পড়েন। পরে নিজেদের দুটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ও সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ছোট ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে সাড়ে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আসামীরা হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামীরা তাঁকে (ঊষাতন) হত্যার হুমকিও দেন। হত্যার হুমকি দেওয়ার এ ঘটনা পুলিশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান ঊষাতন তালুকদার।

চাঁদা দাবি করার অভিযোগে গ্রেফতার সাত আসামির মধ্যে একজন রাঙামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ আলমগীর। অপর ছয়জন হলেন যশোরের ঝিকরগাছার ওলিয়ার রহমান, চট্টগ্রামের হালিশহরের মোহাম্মদ রাজু, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের শাখাওয়াত হোসেন সোহেল, যশোর কোতোয়ালির শিমুল হোসেন, কক্সবাজারের উখিয়ার ফয়সাল মাহমুদ রেওয়ান ও মাঈনুদ্দিন শাহীন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ঊষাতন তালুকদার বলেন, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ঢুকে আসামিরা তাঁর কাছে চাঁদা চায়। চাঁদা দিতে না চাইলে নানা প্রকার হুমকি দিতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁকে উঠিয়ে নেওয়ার হুমকিও দেন।

ঊষাতন তালুকদার পরিষদ বার্তাকে বলেছেন, ঘটনার পরদিন দুর্বৃত্তদের আত্মীয়স্বজনরা এসে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেয়। তাঁরা বলেন, অন্যথায় এর পরিণতি ভালো হবে না।

নজিরবিহীন পাশবিকতা বিচারের প্রহসন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমার ক্ষতির জন্য পাঁয়তাড়া করিতে থাকে । ঘটনার দিন ১৩-৬-২০১৮ আসামী ধলু মিয়া আনুমানিক সকাল ১০ টায় তাহার বাড়িতে কাজ করিতে আসতে বলে । ...সরল বিশ্বাসে .... তাহার বাড়িতে কাজ করিতে যাই । ধলু মিয়ার বাড়িতে কাজকরা অবস্থায় আমাকে ....অহেতুকভাবে গালিগালাজ করিতে থাকে ।...বিবাদিরা আমাকে টানা হেঁচড়া করিয়া শ্লীলতাহানি ঘটায়, উক্তরূপ ঘটনায় আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ কটিয়াদী হাসপাতালে আনিয়া ভর্তি করানোর পর পরই যমুনা টিভির সংবাদদাতা ভিকটিমের কান্নাজড়িত আহাজারিতে তার সর্বনাশের কথাই প্রকাশ করে ।

এহেন অভিযোগে নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয় যে, ঘটনার বর্ণনা ও টিভিতে প্রচারিত ভিকটিমের বক্তব্য এজাহারে বর্ণিত আসামীদের অপরাধ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯(১)/৩০ ধারার আওতায় পড়ে যা গুরুতর অপরাধের সামিল । ভিকটিমের এজাহারে বর্ণিত আছে 'বিবাদী সুমন, রাজন, মানিক ভিকটিমকে কাঠের বেন্দা দিয়ে এলোপাতারী মারপিট করার এক পর্যায়ে বিবাদী ধলু মিয়ার হাতে থাকা কাঠের রোলার আমার যৌনাঙ্গে ঢুকাইয়া গুরুতর জখম করে।'

এহেন গুরুতর ঘটনার এজাহারে বর্ণিত থাকার পরও কোন কারণে ও কিসের প্রভাবে স্থানীয় কটিয়াদি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জাকির রাব্বানী নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০-এর ১০ (১) ধারা আরোপ না করে লঘুদন্ডের অপরাধের ১৪৩/৩৪২/৩৫৪/৩২৩/৩২৫/৫০৬ ধারায় এজাহার গ্রহণ করাটা কোন যাদুমন্ত্রবলে ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয় । বর্ণিত সব অপরাধের ধারাই লঘুদন্ডের 'জামিন যোগ্য' অপরাধ বিধায় আসামী ধলুমিয়াকে লোক দেখানোভাবে গ্রেফতারের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞ আদালত তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন ।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ধলু মিয়ার ছেলে সুমন আহমদ ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক, তার ভাই ছেলু মিয়া ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্পাদক । সরকারি দলের উর্ধতন নেতৃবৃন্দের ভাষায় দলে অনুপ্রবেশকারী 'হাইব্রিড' 'পরগাছা' 'কাউয়া' আর একাংশ পুলিশ প্রশাসনের সোনার সোহাগা যোগসাজস শুধু সরকারি দলের ভাবমূর্তি নয়, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কোন অতল তলানীতে নামিয়েছে তা অনুধাবণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন, মাননীয় চেয়ারম্যান মানবাধিকার কমিশন ঘটনাস্থলে আসুন, সরজমিনে দেখুন, পুলিশ আর দুর্বৃত্তের মিতালী থেকে অত্যাচারিতদের রক্ষা করুণ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মহোদয়কে তাঁর জন্মভূমিতে সংঘটিত নজিরবিহীন এই পাশবিকতার ঘটনার দায়মুক্তি রোধে হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করি । সরকার, সরকারি দল ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে নাগরিক প্রতিনিধি দলের দাবি তুলে ধরছি ঃ-

- ➢ অনতিবিলম্বে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ ৯১) /১০ (১) /৩০ ধারা এজাহারে সংযুক্তির আবেদন আদালতে দায়ের করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতের মাধ্যমে এর জন্য দায়ীদের শাস্তি দিন,
- ➢ পেশাগত অসততায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এজাহার গ্রহণ না করে দন্ডবিধি আইনের জামিন যোগ্য ধারায় কেন এজাহার গ্রহণ করা হলো ন্যায় বিচারের স্বার্থে তার বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক কার্যকর তদন্ত করা হোক,
- ➢ দুর্নীতি ও অসততার জন্য কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির রাব্বানির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক,
- ➢ এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের দলীয় পরিচিতি নিশ্চিত হয়ে তাদের দল ও স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করে আইনের আওতায় আনা হোক।

মূল আসামী ইতোমধ্যে জামিনে বেরিয়ে এসেছে। অন্যান্য আসামীরা মুক্ত আছেন, তারা রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী । আসামীরা বাইরে থাকার কারণে অব্যাহত হুমকি ও চক্রান্তের শিকার হচ্ছেন ভুক্তভোগী এবং ঘটনার সাক্ষীরা । ফলে সুষ্ট তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে । বিশেষভাবে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক বিত্তহীন জনগণের উপর হুমকি-হামলার পক্ষে যে দায়মুক্তির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে তা থেকে উত্তরণে সরকারকে অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে । সংখ্যালঘুদের এবং গরীব নারীদের অস্তিত্ব আজ হুমকিগ্রস্ত । নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে এই দুর্বলতম অংশের মানুষ অধিকতর হুমকি, নির্যাতন ও নিপীড়নের আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত ।

এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে নিরাপত্তাহীনতার কারণে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও বিত্তহীন মানুষ শংকায় পড়বে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তাদের ভোট দান সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এহেন পরিস্থিতি হবে আত্মঘাতি।

লেখক : ঐক্যন্যাপের সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য।

শোক সংবাদ

সাংবাদিক প্রণব সাহা

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির উপদেষ্টা সাংবাদিক প্রণব সাহা গত ৭ জুন পরলোক গমন করেন। তিনি ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শ্যামল কুমার রায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

আনন্দ গোপাল দে

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির উপদেষ্টা আনন্দ গোপাল দে গত ২২ জুন শুক্রবার সকালে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ঐদিন দুপুরে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শ্যামল কুমার রায় তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

গোপন বড়ুয়া

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজসেবী গোপন বড়ুয়া ৪২ বৎসর বয়সে গত ২ মে বুধবার রাত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র সন্তান ও এক স্ত্রী রেখে যান। ৩ মে সকাল ১০ টায় তাঁর নিজ বাড়ি লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া গ্রামে শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সদস্য এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বিজয় কুমার বড়ুয়া, চট্রগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, দক্ষিণ জেলা নেতা নিবাস দাশ সাগর , চেয়ারম্যান অসীম দেব, হরিপদ চৌধুরী , চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, সাগর মিত্র, এ্যাড. কানুরাম শর্মা, রাজীব দাশ, সুভাষ নাথ, রিটু দাশ বাবলু, প্রমূখ গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্তদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

অজিত কুমার রায়

উত্তম কুমার পাল হিমেল,নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ

নবীগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অজিত কুমার রায় (৭৮) গত ২৮ মে ঢাকা শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। ঢাকা থেকে ঐদিন বিকেলে তাঁর মৃতদেহ নবীগঞ্জে ওসমানী সড়কের নিজ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। ঐদিনই সন্ধ্যায় বাসার পারিবারিক শ্মশানঘাটে তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বাসায় ছুটে আসেন নবীগঞ্জ-বাহুবল আসনের এমপি এম এ মুনিম চৌধুরী বাবু, সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া, নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আলমগীর চৌধুরী, নবীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র অধ্যাপক তোফাজ্জল ইসলাম চৌধুরী, নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইমদাদুর রহমান মুকুল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল জাহান চৌধুরী, জেলা পরিষদ সদস্য এ্যাড. সুলতান মাহমুদ, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ফজলুল হক চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান শেফু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক আহমদ মিলু, রিজভী আহমদ খালেদ, নবীগঞ্জ পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র এটি এম সালাম, প্যানেল মেয়র বাবুল দাশ, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নারায়ণ রায়, উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুখেন্দু রায় বাবুল, সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দাশ রানা, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার পাল হিমেল প্রমুখ।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপিকে সেসব সন্ত্রাসী হত্যার হুমকি দিয়েছে তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং উষাতন তালুকদার এমপির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্তর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জীর পরিচালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন পংকজ ভট্টাচার্য, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, জে. এল. ভৌমিক, মনীন্দ্র কুমার নাথ, অ্যাড. তাপস কুমার পাল, বাবুল দেবনাথ, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, রমেন মণ্ডল, শুভাশিষ বিশ্বাস সাধন, বিপ্লব দে, দিপালী চক্রবর্তী, ব্রজ গোপাল দেবনাথ, কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টুসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

সংখ্যালঘুদের ওপর তান্ডবের ঘটনায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ : রানা দাশগুপ্ত

॥ রতন সিং ॥

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, রংপুরের ঠাকুরপাড়া, কক্সবাজার উখিয়া, রামুসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ সহ তান্ডবের ঘটনায় পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের মামলাগুলো ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার যে সংস্কৃতি চালু করেছে তাতে সংখ্যালঘুরা প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি ৩০ জুন রংপুর পুলিশ হলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেছি। আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দাবি আদায়ের জন্য সেপ্টেম্বরে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ আহ্বান করা হবে। সেখানে ৫ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে আমাদের দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

রানা দাশগুপ্ত বলেন, আমরা ইতিমধ্যে ৫ দফা আদায়ে সরকারের কাছে পেশ করেছি। দাবি গুলো হচ্ছে সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় স্থাপন, সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, আদিবাসীদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা, পাহাড়িদের ভুমি অধিকার প্রদান এবং ইসলামি ফাউন্ডেশনের মতো সংখ্যালঘু ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি জানান, পর্যায়ক্রমে দেশে সমাবেশ করে আমাদের দাবি আদায় করা হবে।

সমাবেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ রংপুর জেলার সভাপতি বনমালি পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা কাজল দেবনাথসহ অন্যান্য বক্তারা। সমাবেশে রংপুর বিভাগের জেলা ও উপজেলার হাজার হাজার নেতাকর্মী যোগ দেন।

ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ৮ জুন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় কমরেড মনি সিংহ সড়কে মুক্তি ভবনের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি অ্যাড. প্রশান্ত কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, সংগঠনের অন্যতম দুই সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী ও উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, অ্যাড. তাপস কুমার পাল, অ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, শ্যামল পালিত, দিপালী চক্রবর্তী, সাগর হালদার, পাপ্পু সাহা, কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টুসহ দেশের ৫৮টি সাংগঠনিক জেলার প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক অর্জুন চন্দ্র দাস।

বর্ধিত সভায় নেতৃবৃন্দ অতীতের জাতীয় নির্বাচন পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে আগামি নির্বাচনকে নিয়ে শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সংগঠনকে আরো গতিশীল করতে হবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদের পরিবর্তে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এ দেশ সকল ধর্মের দেশ, সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে এ লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭১ সালে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের জন্য এ দেশ স্বাধীন হয় নি।

বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সহ-সভাপতি শ্যামল পালিত ছবি : পরিষদ বার্তা

চট্টগ্রামে হিন্দু ফাউন্ডেশনে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

সাবেক আইন পরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী স্মৃতিপাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের কার্যকরী সংসদ। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের মৈত্রী ভবনে উক্ত পাঠাগার স্থাপন করা হবে। এছাড়াও একটি সেমিনার হল প্রতিষ্ঠা করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২২ জুন সন্ধ্যায় মোমিন রোডস্থ মৈত্রী ভবনে হিন্দু ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে কার্যকরী সংসদের সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত, ভাইস চেয়ারম্যান লায়ন কে পি দাশ, সদস্য প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, শিক্ষাসচিব অধ্যাপক হারাধন নাগ, সদস্য তাপস হোড়, মন্দির সংরক্ষণ ও সংস্কার সচিব প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, অর্থসচিব আশুতোষ সরকার, সদস্য অজিত আইচ, সহ মহাসচিব এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব নিরুপম দাশগুপ্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি সচিব মতিলাল দেওয়ানজী, সাংগঠনিক সচিব বিশ্বজিৎ পালিত ও দপ্তর সচিব বিকাশ মজুমদার প্রমুখ।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায় এক যুক্ত বিবৃতিতে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আজহা ও ঈদে মিলাদুন্নবী, শারদীয় দুর্গোৎসব ও জন্মাষ্টমী, বড়দিন এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা বাংলাদেশের জাতীয় ও সার্বজনীন উৎসব। এই উৎসবগুলো সর্বস্তরের মানুষকে ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ করে। এটাই বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাই বলা হয়, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'! নেতৃবৃন্দ পবিত্র ঈদে সব মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, প্রশান্ত কুমার বড়ুয়া, ইউলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পী ও সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল এক যুক্ত বিবৃতিতে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আজহা ও ঈদে মিলাদুন্নবী, শারদীয় দুর্গোৎসব ও জন্মাষ্টমী, বড়দিন এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা বাংলাদেশের জাতীয় ও সার্বজনীন উৎসব। এই উৎসবগুলো সর্বস্তরের মানুষকে ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ করে। এটাই বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাই বলা হয়, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'! নেতৃবৃন্দ পবিত্র ঈদে সব মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা

সাংবিধানিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করার আহ্বান

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ২৩ জুন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ-চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার বর্ধিত সভা মোমিন রোডস্থ হিন্দু ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে সংগঠনের আহ্বায়ক উত্তম শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত। তিনি বলেন '৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির জনককে স্বপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলুণ্ঠিত করে পবিত্র সংবিধানকে বার বার সংশোধনের মাধ্যমে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সাংবিধানিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদকে সাংবিধানিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন বেগবান করতে হবে। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রুবেল পাল। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও সভা সঞ্চালনা করেন পৃষ্ঠা ৬

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	*	১৭.৯৫	১৬.৮০	১৫.৬৮	১৫.৫৩
পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজকদের প্রশিক্ষণ একাডেমী	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান	*	২২.২৪	২১.৫৮	১৮.৯০	১৮.০০
হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান মিশন প্রতিষ্ঠান	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	৬৬৮.৮৮	৯১.৫৯	-	-	-
জেলা ও উপজেলায় মডেল মন্দির/ প্যাগোডা/গির্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	নাই	নাই	-	-	-

বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান চাই

॥ রানা দাশগুপ্ত ॥

বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে 'The Islamic Foundation Act, 1975' গৃহীত হয় এবং তারই আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আইনে এ প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল,'... for the purposes of founding, managing and assisting mosques and Islamic centres, academies and institutes, undertaking research on the contributions of Islam to culture, science and civilization, propagating the basic Islamic ideals of universal brotherhood, tolerance and justice and promoting studies and research in Islamic history, philosophy, law and jurisprudence…….'

এ আইন প্রণয়নের এক মাসের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে খুন না হলে তিনি এ দেশের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, এসব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অবদানের গবেষণা, বিশ্বজনীন মানবতা প্রতিষ্ঠায় এসব ধর্মের প্রচার ও প্রসারে কি আইন প্রণয়ন করতেন তা অবশ্যিই ছিল দেখার বিষয়।

১৯৭৫- পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ক্রমশঃ পিছু হটতে শুরু করার এক পর্যায়ে এরশাদ সরকারের আমলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রদায়গত কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে 'The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983'; 'The Christian Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; and 'The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983' জারি করা হয়। এ ট্রাস্টগুলো গঠনের লক্ষ্য হিসেবে অধ্যাদেশে বিবৃত আছে '...The Trust may, (a) provide financial assistance for the maintenance and administration of places of …..religious worship; (b) adopt measures for the maintenance of sanctity of places of …..religious worship; (c) do such other acts and things as may be considered necessary for carrying out the purposes of this Ordinance.'

উল্লেখিত আইন এবং অধ্যাদেশগুলো সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রাক্কালে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে যে সাম্য, সমতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি ছিল তা পালনে সরকার কখনো আন্তরিক থাকে নি। বরং ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নাগরিকদের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টির ধারা আজও অব্যাহত আছে। ১৯৮৩- পরবর্তী আজ পর্যন্ত কোনো সরকার তা নিরসনে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। ২০০০ সালের দিকে তৎকালীন পার্লামেন্টে ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে 'ফাউন্ডেশন'-এ পরিণত করার আলোচনা হলেও তা খুব বেশী দূর এগুতে পারে নি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫-পরবর্তীতে রাষ্ট্র যে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের 'পবিত্র আমানত' হিসেবে দেখতে চেয়েছে তারই প্রতিফলন রয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও গঠিত ট্রাস্টসমূহের মধ্যে। যেক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন চলে ফি বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে সেক্ষেত্রে ট্রাস্টসমূহ চলে আমানতের সুদের টাকায়। যদিও এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতো একই হারে রাষ্ট্রের সব ধরণের কর, শুল্ক ও নাগরিক হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ পরিশোধ করে থাকে।

The Islamic Foundation Act,1975-র ১২ নম্বরে এর 'তহবিল' সংক্রান্ত ধারায় লিপিবদ্ধ আছে, There shall be a Fund of the Foundation to which shall be credited –(a) funds of the Baitul Mukarram and the Islamic Academy transferred to the Foundation under Section 20; (b) grants and loans from the Government; (c) loans raised in Bangladesh; (d) aids and grants received from foreign countries or organizations with the prior approval of the Government; (e) donations and endowments; (f) incomes from investments, royalties and properties; and (g) all other receipts of the Foundation.

অন্যদিকে সকল ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের 'তহবিল' সংক্রান্ত ১০ (২) ও (৩) ধারায় লিপিবদ্ধ আছে, '... ' (2) The Government shall make a fixed deposit of … crore taka with a scheduled bank and the interest accruing therefrom time to time shall be transferred to the fund of the Trust as grant of the Government… (3) The fund shall consist of- (a) interest accrued from the fixed deposit made by the Government under sub-section (2); (b) donations and endowments; (c) receipts from such other sources as may be approved by the Board.

অধ্যাদেশ বলে ট্রাস্টসমূহ গঠনকালে ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আমানত হিসেবে দেয়া হয়েছিল ২ কোটি টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি টাকা। একইভাবে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের 'আমানত' হিসেবে দেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ১ কোটি টাকা করে, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬ কোটি ও ৫ কোটি টাকা। ফি বছর এ আমানত থেকে যে সুদ পাওয়া যায় তা থেকে ট্রাস্টসমূহের কর্মচারীদের বেতনভাতা, বাড়িভাড়া ইত্যাদিসহ যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক খরচ মেটানোর পর আর যা থাকে তা হলো 'কল্যাণ'র নামে অব্যাহত প্রতারণা। বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ প্রতারণার নির্লজ্জ শিকার। এর একটি বাস্তব চিত্র হলো- বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২১ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত থেকে বছরে সুদ আসে আনুমানিক ১ কোটি টাকা। এ টাকার প্রায় পুরোটাই ব্যয়িত হয় এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিচালনায়। এ যদি হয় তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সম্প্রদায়গত কল্যাণে ট্রাস্টের ভূমিকা কি? পরন্তু হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১০(দশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন মুসলিম সম্প্রদায়ের। একইভাবে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে সারা দেশের ৬৪ জেলার প্রতিটি জেলায় ৪ জন করে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ শতাংশও মুসলিম সম্প্রদায়ের। প্রশ্ন হলো- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় বা সারা দেশে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে একজনও কি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ পেয়েছে বা কর্মরত আছে? উল্লেখ্য, ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে, যেখানে ট্রাস্টের প্রতিনিধি থাকেন ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়। এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে বারবার বলা হয়, বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান এবং সম-অধিকার তারা ভোগ করছে। আজকের বাস্তবতায় ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে।

এবারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ্জ চুক্তি সম্পাদন, হজ্জ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ্জ ও ওমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি তীর্থভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। হজ্জবিষয়ক খাতে বাজেটে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩ দশমিক ৫৮ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪২ দশমিক ৯২ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৪ দশমিক ৩০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৯ দশমিক ৩৯ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৯ দশমিক ৭১ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ২৪৯ দশমিক ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থভ্রমণের জন্যে পূর্বেকার মতোই চলিত অর্থবছর ২০১৮-১৯-এও কোনো বরাদ্দ নেই। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো হজ্জবিষয়ক খাতে বাজেটে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

বাজেট বরাদ্দ থেকে আরও দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩০ লক্ষ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ লক্ষ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪ লক্ষ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৭ লক্ষ অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ২ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তদনুরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় উপাসনালয় পরিচালনার জন্যে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও পূর্বেকার মতোই কোনরূপ বরাদ্দ রাখা হয়নি। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনা খাতে বাজেটে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজের মধ্যে ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৮ লক্ষ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ লক্ষ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৫ লক্ষ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৯ লক্ষ অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ২ দশমিক ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পূর্বেকার মতোই এবারের বাজেটেও কোন বরাদ্দ নেই। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো ওয়াকফ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাজেটে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ইমাম ও মুয়াজ্জিন ট্রাস্ট খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২ দশমিক ৪০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২ দশমিক ৫৭ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ দশমিক ৭৫ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ১১ দশমিক ৭২ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজকদের জন্য অনুরূপ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনে পূর্বের মতোই চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও কোনরূপ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় নি। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো ইমাম ও মুয়াজ্জিন ট্রাস্টখাতে বাজেটে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে দেখা যায়, জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯১ দশমিক ৫৯ কোটি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৬৮ দশমিক ৮৮ কোটি অর্থাৎ এ দুই অর্থবছরে মোট ৪৬০ দশমিক ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে অনুরূপ মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গীর্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে বাজেটে কোন বরাদ্দ নেই।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে দেখা যায়, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২ দশমিক ৯৮ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ দশমিক ৫৩ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫ দশমিক ৬৮ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬ দশমিক ৮০ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৭ দশমিক ৯৫ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৭৮ দশমিক ৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে কোন বরাদ্দ না থাকলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ও সেবায়েতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো বাজেটে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি খাতে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

বিগত দশকগুলোর প্রতি অর্থবছরের বাজেটের মতো ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৬ দশমিক ৫৬ কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ০০ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ৯০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২১ দশমিক ৫৮ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২ দশমিক ২৪ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৯৭ দশমিক ২৮ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে এ প্রথমবারের মতো বাজেটে ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান খাতে কোনো অর্থবরাদ্দের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না। পরন্তু, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালনার জন্যে আলাদাভাবে কোনো বরাদ্দ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ধর্মীয় খাতে বিশাল বৈষম্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ অতি সাম্প্রতিক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা নামে বর্তমান সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৩ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৭ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৪ কোটি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৪ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে ২০০৪-৫, ২০০৫-৬, ২০০৬-৭ অর্থবছরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটে মন্দিরভিত্তিক ও শিশু গণশিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে যথাক্রমে ৩ দশমিক ৭৬ কোটি ও ৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বাজেটে দেখা যায়, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম বারের মত প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রকল্প বাবদ ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়, তা আজও অব্যাহত আছে। তবে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে বাজেটে কোনো প্রকল্প বরাদ্দ এখনো নেই।

গত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনায় মাথাপিছু বরাদ্দের চিত্রটি আরও করুন এবং দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের সরকারি লোকগণনার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে দেখা যায় প্রকল্প বাদে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ যেক্ষেত্রে ১১ থেকে ১২ টাকা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ সেক্ষেত্রে মাত্র ৩ টাকা। যদিও সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব নাগরিককে সমভাবে দেখতে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ হিসেবে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অবশ্যই মোট বরাদ্দের বৃহত্তর অংশ পাবে কিন্তু মাথাপিছু বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য হবে? আমরা মনে করি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিদ্যমান বৈষম্য জিইয়ে রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এ মন্ত্রণালয় প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না বলে আমাদের কাছে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯১-৯২ সালে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে সংখ্যালঘু

পৃষ্ঠা ৭

রক্ষক যদি ভক্ষক হয় সাধারণ মানুষ অবিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে কি করে?

[কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে বিধবা ও কিশোরী কন্যার উপর পাশবিকতার ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি পরিদর্শনশেষে ২৩ জুন কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্য]

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মানবাধিকারকামী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন এজ্জন্যে জানাই সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় ভায়েরা,

আপনারা বাংলাদেশের এমন একটি জেলার সম্মানিত সাংবাদিক যে জেলার সাথে যুক্ত আছে বাঙলা ও বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার পূর্বাপর ইতিহাস। বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধকালের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার অন্যতম নির্মাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমানকে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি এ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ স্পীকার হিসেবে সংসদীয় রাজনীতির বিকাশে যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন তা তাঁকে চিরকাল জাতির মণিকোঠায় স্মরণীয় করে রাখবে। সংবাদ মাধ্যমের সম্মানিত কর্মী হিসেবে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আপনাদের নির্ভীক ভূমিকা এ দেশের অসহায় সাধারণ মানুষকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে।

কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবে বাংলদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন ছবি : পরিষদ বার্তা

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,

বাংলাদেশের এহেন পূণ্যভূমিতে আমরা এসেছিলাম এক দুঃসহ ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করার জন্যে, ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যে। গত ২০ জুন 'দৈনিক যুগান্তর'-এ প্রকাশিত 'কটিয়াদীতে বিধবা ও কিশোরী কন্যার ওপর পাশবিকতা : বাবা-চাচা-ছেলে মিলে ধর্ষণের পর নির্যাতন' শীর্ষক কিশোরগঞ্জ ব্যুরোর পরিবেশিত প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঘটনা আমাদের নিদারুণভাবে শংকিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যমুনা টেলিভিশন-র সচিত্র প্রতিবেদন, নির্যাতিতা ভিকটিমের করুণ আর্তনাদ গোটা জাতি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। এ ঘটনা নিয়ে গত ১৯ জুন কটিয়াদী থানায় যে মামলা রুজু হয়েছে তাতে 'লঘুদন্ডের' অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এজাহার গ্রহণের মাধ্যমে মূল অপরাধীকে ইতোমধ্যে জামিনে মুক্ত করে দেয়ার অপকৌশল এবং সম্যক ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার যে অপচেষ্টার কথা আমরা শুনেছি তা' প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ১১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের কিশোরগঞ্জ সফরে আসা।

প্রিয় ভায়েরা,

সকালে ঢাকা থেকে এসে কটিয়াদীর ঘটনাস্থল আমরা পরিদর্শন করেছি, ভিকটিমদের সাথে একান্তে কথা বলেছি। ভিকটিম অভিযোগকারিনী এজাহারে যা বিধৃত করেছে তার বস্তুনিষ্ঠতা আমরা পেয়েছি। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এবং যমুনা টেলিভিশনে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ভিকটিম কর্তৃক রুজুকৃত এজাহারে বর্ণিত ঘটনা সর্বাংশে সত্য এবং এতে কোন অসত্যতা নেই। তবে, দুঃখজনক বিষয় হলো, মূল ঘটনাকে আড়াল করার অপচেষ্টা হিসেবে পুলিশ প্রশাসন একে 'নিছক মারধরের ঘটনা' হিসেবে বিধৃত করে অপরাধীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় এবং রুজুকৃত মামলাটির টুটি চেপে ধরার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের নানান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপে তা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তবে সাধারণ মানুষ অন্যায় অবিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে কি করে?- এ প্রশ্ন আপনাদের কাছে রেখে গেলাম।

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,

ভিকটিম বিধবা নারী কর্তৃক রুজুকৃত এজাহারের বর্ণনা কোনভাবে-ই দন্ডবিধির 'জামিনযোগ্য' অপরাধের আওতায় পড়ে না। যা পড়ে তা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)-র ৯(১) ও ১০(১) ধারায়।

৯(১) ধারায় বলা আছে, 'যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। ব্যাখ্যা- যদি কোন পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত চৌদ্দবৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সংগম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।'

ভিকটিম অভিযোগকারীর বয়স এজাহারের বর্ণনানুযায়ী ৩৮ বছর। এজাহারে ৪ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে বলা আছে, 'বিবাদীরা নিরীহ হিন্দু মহিলা পাইয়া আমাকে নানাভাবে অন্যায়-অবিচার করিয়া আসিতেছে। আমি তাহাদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করায় সাহস পাই নাই। .....বিবাদী ধনু মিয়া আমাকে আমার বাড়ীর সামনে রাস্তাঘাটে পাইয়া বিভিন্ন ধরণের খারাপ প্রস্তাব দিত। আমি বিবাদী ধনু মিয়ার প্রস্তাবে কোন সাড়া না দেয়ায় সে আমায় সুযোগমত পাইলে আমার ক্ষতি করিবে বলিয়া প্রকাশ করিত। বিষয়টি আমি এলাকার লোকজনকে জানাইলে বিবাদীরা জানিতে পারিয়া আমার ক্ষতির জন্য পাঁয়তারা করিতে থাকে। ঘটনার দিন ১৩.০৬.২০১৮ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আসামী ধনু মিয়া তাহার বাড়ীতে কাজ করিতে আমাকে ডাকিয়া তাহার বাড়ীতে যাইতে বলে। আমি বিবাদীর কথা বিশ্বাস করিয়া গরীব মানুষ হিসাবে তাহার বাড়ীতে কাজ করিতে যাই। আমি বিবাদী ধনু মিয়ার বাড়ীতে গিয়া কিছু সময় কাজ করিতে থাকাবস্থায় বিবাদী ধনু মিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া অহেতুকভাবে গালাগালি করিতে থাকে। .....বিবাদীরা আমাকে টানা হেঁচড়া করিয়া শ্লীলতাহানি ঘটায়। উক্তরূপ ঘটনায় আহত অবস্থায় উদ্ধার করিয়া পুলিশ কটিয়াদী হাসপাতালে আনিয়া ভর্তি করানোর পর পরই স্থানীয় যমুনা টিভি-র সংবাদদাতা ভিকটিমের কান্নাজড়িত আহাজারিতে 'তার সর্বনাশে'র কথা-ই প্রকাশ করে। এহেন অভিযোগে নিশ্চিতভাবেই প্রতিভাত হয় যে, ঘটনার বর্ণনা ও টেলিভিশনে প্রচারিত ভিকটিমের বক্তব্য এজাহারে বর্ণিত আসামীদের অপরাধ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-র ৯(১)/৩০ ধারার আওতায় পড়ে যা গুরুতর অপরাধের সামিল।

প্রিয় বন্ধুগণ,

এ আইনের ১০(১) ধারায় বলা আছে, 'কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অংগ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অংগ বা অন্য কোন অংগ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন। তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।' ভিকটিমের রুজুকৃত এজাহারে লিপি আছে, এজাহারে বর্ণিত বিবাদী সুমন, রাজন, মানিক ভিকটিমকে কাঠের বেন্দা দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মারপিট করার এক পর্যায়ে বিবাদী ধনু মিয়া তাহার হাতে থাকা কাঠের রোল আমার যৌনাংগে ঢুকাইয়া দিয়া গুরুতর জখম করে।' এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, অভিযোগকারিনীকে এজাহারের বর্ণনামতে বিভিন্ন ধরনের খারাপ প্রস্তাব দিয়ে এলেও অভিযোগকারী তাতে সাড়া না দেয়ায় সুযোগমত পেলে তাকে ক্ষতি করার হুমকি দেয়ার এক পর্যায়ে বিবাদী ধনু মিয়া ভিকটিমের যৌন পীড়ন ঘটিয়েছে যা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-র ১০(১) ধারামতে গুরুতর অপরাধ।

প্রিয় ভায়েরা,

এহেন গুরুতর অপরাধের ঘটনা এজাহারে বিবৃত থাকার পরেও কোন কারণে, কার ও কিসের প্রভাবে স্থানীয় কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জাকির রাব্বানী দন্ডবিধিতে বর্ণিত লঘুদন্ডের অপরাধের ধারা ১৪৩/৩৪২/৩৫৪/৩২৩/৩২৫/৫০৬ ধারায় এজাহার গ্রহণ করেছেন? এহেন এজাহার গ্রহণ করে ঘটনার মূল অপরাধী আসামী ধনু মিয়াকে 'লোকদেখানো'ভাবে গ্রেফতারের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞ আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, বর্ণিত সব অপরাধের ধারাই লঘুদন্ডের 'জামিনযোগ্য' অপরাধ। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, আসামী ধনু মিয়ার ছেলে আসামী সুমন আহমদ ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তার ভাই ছেলু মিয়া ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় আমরাও তা' জানতে পেরেছি। এসবের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় আমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সরকারী দলের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের ভাষায় দলে 'অনুপ্রবেশকারী' এসব 'হাইব্রীড, পরগাছা, কাউয়া' আর পুলিশ প্রশাসনের অসৎ দুর্নীতিবাজ চক্র পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগসাজসে গণবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে কার্যতঃ-ই সরকারের ও সরকারি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে জাতীয়ভাবে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার অপচেষ্টা চালাচ্ছে যার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃশ্যমান ভূমিকা গোটা দেশ ও জাতি আজ দেখতে চায়। আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানকেও আহ্বান জানাতে চাই, আসুন, দেখে যান, কটিয়াদীতে পুলিশ ও দুর্বৃত্তরা মিলে কি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও সরকারি দলের কাছে আমাদের দাবি-

১। অনতিবিলম্বে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)-র ৯(১)/১০(১)/৩০ ধারা এজাহারে সংযুক্তির আবেদন আদালতে দায়ের করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতের মাধ্যমে এর জন্যে দায়ীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করা হোক;

২। পেশাগত অসততায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এজাহার গ্রহণ না করে দন্ডবিধি আইনের 'জামিনযোগ্য' ধারায় কেন এজাহার গ্রহণ করা হলো ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক তদন্ত করা হোক;

৩। দুর্নীতি ও অসততার জন্যে কটিয়াদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির রব্বানীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক;

৪। ঘটনার সাথে জড়িতদের দলীয় পরিচিতি নিশ্চিত হয়ে অনতিবিলম্বে তাদের দল ও স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করা হোক।

প্রিয় ভায়েরা,

মূল আসামী ইতোমধ্যে জামিনে বেরিয়ে এসেছে। অন্যান্য আসামীরাও বাইরে আছে। আমাদের পর্যবেক্ষণে, আসামীরা সবাই রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। আসামীদের বাইরে থাকার কারণে অব্যাহত হুমকি ও চক্রান্তের শিকার হচ্ছে ভুক্তভোগীরা এবং মামলার সাক্ষীরা। এহেন পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু তদন্তের ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ইতোমধ্যে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আমরা চাই, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর হুমকি ও হামলার ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের পক্ষে যে দায়মুক্তির সংস্কৃতির অভিযোগ রয়েছে তা থেকে উত্তরণে সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করুক। সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ইতোমধ্যে হুমকির মুখে পড়েছে। নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে অধিকতর হুমকি, নির্যাতন ও নিপীড়নের আশঙ্কায় তারা ইতোমধ্যে ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সংখ্যালঘুরা যদি না পায় তবে আগামি সংসদ নির্বাচনে তাদের ভোটদান অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়বে। গণতন্ত্রের স্বার্থে যা কারো কাছে কাম্য নয়।

প্রিয় ভায়েরা,

দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। আশা করি, আপনারা আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তা গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের স্বার্থে স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবেন।

আপনাদের সবার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে এ লিখিত বক্তব্য পাঠ এখানেই শেষ করলাম।

আপনাদের ধন্যবাদ।

রানা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সরকারের অংশ হিসেবে আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে জমি জমার বিষয়গুলো অনেক যন্ত্রণা দেয়। তাছাড়া অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের জন্য যে জনবল আমাদের দরকার সেটিও পর্যাপ্ত নয়। তাই এটি বাস্তবায়নের জন্য কিছু সময় দরকার। আমরা যদি সৎ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করি তবেই আমরা দ্রুত সফলতা পাবো।

প্রধান বক্তা এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মহলের গড়িমসি আছে। আছে বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা। দিনাজপুরের জেলা প্রশাসন, জেলা জজ আমাদের আশস্ত করেছেন যে আইনের বিধান মতে অতি দ্রুত ট্রাইব্যুনালের আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি আরো বলেন, দিনাজপুরে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১৪৭১ টি আবেদন করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৫৯টি অর্থাৎ চার শতাংশ আবেদনের নিস্পত্তি হয়েছে। তিনি দ্রুত বাদবাকি আবেদন নিস্পত্তির জন্য দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, সংখ্যালঘু নির্মুল করণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনকে অনেকে ব্যবহার করেছে। একসময় পাকিস্তানের সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি, এই আইনের বলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জনগণ এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানালেও নানা স্বার্থানেষী মহলের কারণে শত্রু সম্পত্তির পরিবর্তে অর্পিত সম্পত্তি নামে এই কালো আইনটি আজো বলবৎ রয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাই আমি দেশের সকল জেলা প্রশাসক ও তার প্রশাসন, বিচারকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সহযোগিতা আশা করছি। এই ইতিবাচক আইনটি যেন গতি পায় সেজন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে এখনো পাকিস্তানি চিন্তা ভাবনার কিছু মানুষজন আছেন যাদের মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রেত্মাতারা বসবাস করছেন। এসব প্রেত্মাতাদের দ্রুত তাড়িয়ে দিতে হবে এবং এই আইন বাস্তবায়নে আর কোন রিট করা যাবে কিনা সেগুলো ভেবে বৃথা কালক্ষেপণ না করে দ্রুত আমাদের একটি ইতিবাচক যাত্রা শুরু করতে হবে।

মো: শামসুল আজম বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের জন্য আজকের আলোচনা আবারো গতি আনবে বলে আমি আশা করি। সেটেলমেন্ট এর বিষয়ে যে কোন অভিযোগ সরাসরি আমাদের কাছে এসে জানালে আমরা চেষ্টা করবো সেগুলো আইন অনুযায়ী দ্রুত সমাধানের জন্য।

মো: মাহবুবুর রহমান বলেন, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব এবং অনেক সময় তহশীলদার বা সহকারী ভূমি কর্মকর্তাদের নিকট থেকে দ্রুত রিপোর্ট না পাওয়া ও ভিপি ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের অবহেলার জন্যও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। তবে আমি আশাবাদী আমরা সকলেই যদি একটু তাগিদ দিয়ে কাজ করি তাহলে দ্রুত এই আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

কাজল দেবনাথ বলেন, পাকিস্তান সরকার আমাকে বলেছিল শত্রু, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত মিত্র হয়ে গেলেও আমি এখনো শত্রু রয়ে গেলাম। পরে অবশ্য কিছুটা ভদ্র করে বলা হলো অর্পিত। তবে বর্তমান সরকার অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে আন্তরিক এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। দিনাজপুর জেলার কথায় যদি ধরি তাহলে দুই তিন মাস পর পর যদি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে ভিপি ট্রাইব্যুনালের বিচারক মহোদয়সহ সকলেই অবগত থাকবেন এবং এই বিষয়টি সুরাহার পথ ত্বরান্বিত হবে।

এস. এম রেজাউল করিম বলেন, অর্পিত সম্পতি আইন একটি কালো ও বৈষম্যমূলক আইন। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হলেও এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে নিয়মানুযায়ী যেভাবে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা উচিত ছিল সেভাবে সেটি করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, আইন মন্ত্রণালয়-এর নির্দেশনায় বলা হয়েছে যেসব অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়সহ সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অর্পিত সম্পত্তি সমন্বয় জাতীয় সেলের সদস্য সচিব শামসুল হুদা বলেন, অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে যে সমস্যা বিরাজমান সেটি নিয়ে বরেণ্য গবেষক অধ্যাপক আবুল বারাকাতের নেতৃত্বে ৩টি বড় বড় গবেষণা হয়েছে। সেখানে দেখানে হয়েছে দেশের মোট সংখ্যালঘুদের ৪৫ ভাগ শত্রু সম্পত্তি আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এটি এখন একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ও অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সিডিএ'র পরিচালক শাহ-ই-মবিন জিন্নাহ্ বলেন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে শত্রু সম্পত্তি নামে যে কালো আইন করা হয়েছিল সেটি থেকে আমরা আজ মুক্ত হতে চাই। এর জন্য অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আমরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়েছি ঠিক সেভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের ইতিবাচক হতে হবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুনামের জন্যই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

আলোচনার শুরুতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এবং মহামান্য হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় সম্পর্কে এ্যাড. রফিক আহমেদ সিরাজী তার উপস্থাপনায় বলেন, পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও জীবনের ভয়ে যেসমস্ত হিন্দু পরিবার জীবনের ভয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। এরপরে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৯/১৯৭২ এর মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অধ্যাপক আবুল বারাকাত ও অন্যান্যদের গবেষণায় দেখা যায় মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু খানার মধ্যে ১২ লক্ষ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ৪৪ ভাগের সম্পত্তি শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি হয়ে যায়। ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করা হলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এ্যাড. রফিকুল আমিন, দিনাজপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক স্টিফেন মুরমু, ব্লাস্টের পরিচালনা কমিটির সদস্য এ্যাড. প্রফুল্ল কুমার রায়, আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বদিউজ্জামান বাদল, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, ব্লাস্ট, দিনাজপুরের এ্যাড. মনিরা বেগম, মোস্তফা তারা, জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক সত্য ঘোষ, আশীষ কুমার ব্যানার্জী, রুবেন মুরমু, সাংবাদিক রতন সিং, দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বরূপ বকশী প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৬ মে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক তাপস কুমার কুন্ডু। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঐক্য পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ নাগ, সঞ্চালনায় ছিলেন বাবু প্রদ্যুৎ কুমার নাগ। জেলা ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ, জেলাস্থ বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৩-৪ শত লোকের উপস্থিতি ছিল।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা যে ভাবে বেগম জিয়ার কোলে বসে একের পর এক চক্রান্ত করছেন, নিরীহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন করছেন তার জবাব আমাদেরকে ঐক্যের মাধ্যমেই দিতে হবে। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অমরেন্দ্র লাল রায়, সুবাস চৌধুরী, রবার্ট বিজন ঘোষ, এ্যাড. মিন্টু ভৌমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনীল দেব, জহর লাল সাহা প্রমুখ।

আন্দোলন বেগবান করার আহ্বান

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সদস্য সচিব রিমন মুহুরী। আরও বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক অলক মহাজন, এ্যাড. জনি দে, দিপলু দে দীপু, কৃষ্ণ বণিক, রাজীব দাশ, সুমন দাশ, রয়েল নন্দী, বিপ্লব শর্মা শিমুল, পিকলু শীল, অমিতাভ দাশ, বাদল কুমার শীল, বটন বণিক, যুবরাজ নাথ প্রমুখ। বর্ধিত সভায় বিভিন্ন উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ কেন্দ্রীয় মন্দিরে আয়োজিত আলোচনা সভা ছবি : পরিষদ বার্তা

সিরাজগঞ্জে ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

॥ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের ৩৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। গত ২৫ মে সকাল ১১ টায়, সিরাজগঞ্জ কেন্দ্রীয় মন্দির শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়ার চত্বরে জেলা কমিটির সভাপতি এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শুভ্র সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ শহর শাখা, দিলীপ সাহা, সভাপতি সিরাজগঞ্জ শহর শাখা, সাংবাদিক অশোক ব্যানার্জী, আহবায়ক, সিরাজগঞ্জ সদর থানা শাখা, বীরেন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা, দিলীপ গৌর, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা, প্রদীপ রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা, ভূপাল সাহা, সহ-সভাপতি সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।সভায় ঐক্য পরিষদের প্রাণের দাবি ৭ দফা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আগামি বাজেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান নরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

ঐক্য পরিষদ উল্লাপাড়া উপজেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে পাঁচ দফা আদায়ে গুরুত্ব আরোপ

॥ উল্লাপাড়া প্রতিনিধি ॥

গত ৫ মে শনিবার উল্লাপাড়া উপজেলার কেন্দ্রীয় মন্দির শ্রীশ্রী গোপাল জিউ মন্দিরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং কবুতর উড়ানো হয়। তারপর অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বীর মুক্তিযোদ্ধা, পলাশডাঙা যুব শিবিরের কমান্ডার এবং জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এ্যাড.বিমল কুমার দাস মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য তানভীর ইমাম। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডি আই জি (সি,আই,ডি) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ ভানুলাল দাস, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান নরেশ চন্দ্র ভৌমিক এবং জেলা শাখা ও ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে বক্তারা ঐক্য পরিষদের পাঁচ দফা দাবি আদায়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় জড়িতদের শাস্তির দাবি করেন।

পরে দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত নেতৃবর্গের পরিচয় পর্ব এবং সর্ব সম্মতিক্রমে সাবেক পুলিশ পরিদর্শক প্রভাত কুমার নন্দীকে সভাপতি এবং সুজিত কর্মকারকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয় অধিবেশনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান চাই

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রদায়ের জন্যে 'আমানত তহবিল' হিসেবে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২ দশমিক ৫০ লক্ষ টাকা অথচ নও মুসলিম পুর্নবাসনের জন্যে বরাদ্দ ছিল ১০ লক্ষ টাকা। সেদিন থেকে বলতে হয়, গত তিন দশকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে যা লক্ষ্যণীয়।

এ প্রেক্ষাপটে গত ২৪ মে ২০১৬-র সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান বৈষম্যসমূহের অনতিবিলম্বে অবসানের এবং দীর্ঘ চার দশকের অধিককাল অব্যাহত বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে বিরাজমান অনগ্রসরতা পূরণকল্পে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে, কল্যাণে, তীর্থভ্রমণে, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে, সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনায়, ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সংলাপের আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্যে অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।

এর দু'দিন পর গত ২৬ মে ২০১৬ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের এক প্রতিনিধিদল মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপির সাথে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘদিনের বাজেট বৈষম্যের বিষয়টি লিখিতভাবে তাঁর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি পরবর্তীতে সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালে তাঁর বাজেট বক্তৃতার শেষাংশে ঘোষণা করেন যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ২০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সংসদে এই অর্থবরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হলেও ২০১৬-১৭-র অনুমোদিত বাজেটে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। পরিতাপের বিষয়, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮-এ দুই অর্থ বছরেও বাজেটে ঘোষিত বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। অতি সম্প্রতি জানা গেছে, উক্ত ২০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭ কোটি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬ কোটি মোট ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্যে কয়েকটি জেলায় কিছু মন্দিরকে ইতোমধ্যে কেবলমাত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এখনও এর কোন কাজই শুরু হয় নি। অর্থাৎ টাকা ছাড়ও দেয়া হয় নি। বিষয়টি নিতান্তই উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাবতে অবাক লাগে, প্রতি বছর সরকারের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসানকল্পে বিগত দু'বছরের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে নি, এটি আমাদের কাছে নিতান্ত-ই ক্ষোভের, দুঃখের ও দুভার্গ্যের।

এ প্রেক্ষিতে, চলুন, আমরা দাবি জানাই-

১. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বার্ষিক বরাদ্দ প্রদান করে বিদ্যমান হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে 'ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তরিত করে বিরাজমান ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যে উন্নয়নের কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হোক।

২. মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ঘোষিত ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ অনতিবিলম্বে ছাড় দিয়ে বরাদ্দ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হোক। একই সাথে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ থোক বরাদ্দ দেয়া হোক।

৩. বিগত চার দশকের অধিক অব্যাহত ধর্মীয় বৈষম্য নিরসনকল্পে অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের পাশাপাশি বর্তমান অর্থবছরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থভ্রমণের জন্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অন্যূন দশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হোক।

৪. সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় কার্যতঃ সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে কাজ করছে বিধায় এ অনুচ্ছেদের অন্য অংশে বিধৃত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের সম-অধিকার বাস্তবায়নার্থে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হোক এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়া হোক।

৫. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সঠিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিরুপনকল্পে এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপনের জন্যে সর্বাঙ্গীন শুমারির রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

৬. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গীর্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

[৯ জুন ২০১৮ তারিখ সকালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় পঠিত নিবন্ধ]

বাজেট বৈষম্য

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
উন্নয়ন বাজেট	৯২১.৪২	৭৪৯.৯৬	৩৯৪.০০	২৯৮.৮৩	২২৪.৭৫
অনুন্নয়ন বাজেট	২৪৬.৮০	২২৪.৭৪	২১১.৬৩	১৯৫.৫৮	১৬৭.৪০
মোট বাজেট	১১৬৮.২২	৯৭৪.৭০	৬০৫.৬৩	৪৯৪.৪১	৩৯২.১৫

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
সচিবালয়	-	১৭.৫০	-	৫.০৯	৪.৪৯
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৮৪৪.১৩	৬২২.১৭	৩৪৯.০৪	২৫৫.৯০	১৯১.৪৬
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট (মন্দির সংস্কার)	১৬.২০	৭.০৬	-	-	-
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প	৫৪.০০	৫৪.৪০	৩৭.০০	৩৩.০০	২৭.০০
পুরোহিত ও সেবায়েতের দক্ষতা বৃদ্ধি	৭.০৯	৭.৯৭	৭.০০	৩.১৭	-
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট	-	০.৮৬	০.৯৬	১.৬৭	১.৮০
মোট উন্নয়ন বাজেট	৯২১.৪২	৭৪৯.৯৬	৩৯৪.০০	২৯৮.৮৩	২২৪.৭৫

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	*	২১৯.৯৫	২০৭.৪০	১৯১.৭৩	১৬৩.৯৯
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট	*	১.৩৩	০.৯০	০.৭৫	০.৬৬
হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	*	২.৮০	২.৭০	২.৫০	২.২০
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	*	০.৪৭	০.৪৫	০.৪৩	০.৪০
খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	*	০.১৯	০.১৮	০.১৭	০.১৫
মোট	২৪৬.৮০	২২৪.৭৪	২১১.৬৩	১৯৫.৫৮	১৬৭.৪০

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
সচিবালয়	*	১৭.৫০	-	৫.০৯	৪.৪৯
ইসলামিক ফাউন্ডেশন (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	*	৮৮২.১২	৫৫৬.৪৪	৪৪৭.৬৩	৩৫৫.৪৫
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট (অফিস)	*	১.৩৩	০.৯০	০.৭৫	০.৬৬
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট (মন্দির সংস্কার)	১৬.২০	৭.০৬	-	-	-
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প	৫৪.০০	৫৪.৪০	৩৭.০০	৩৩.০০	২৭.০০
পুরোহিত ও সেবায়েত দক্ষতা বৃদ্ধি (প্রকল্প)	৭.০৯	৭.৯৭	৭.০০	৩.১৭	-
হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	*	২.৮০	২.৭০	২.৫০	২.২০
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	*	১.৩৩	১.৪১	২.১০	২.২০
খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	*	০.১৯	০.১৮	০.১৭	০.১৫
মোট ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	*	৭৫.০৮	৪৯.১৯	৪১.৬৯	৩২.২১
মোট ধর্ম মন্ত্রণালয় বাজেট	১১৬৮.২২	৯৭৪.৭০	৬০৫.৬৩	৪৯৪.৪১	৩৯২.১৫

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
হজ্জ বিষয়ক বরাদ্দ (মুসলিম সম্প্রদায়)	*	৫৯.৭১	৫৯.৩৯	৪৪.৩০	৪২.৯২
তীর্থভ্রমণ (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান)	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
বায়তুল মোকাররম মসজিদ	*	০.৫৭	০.৫৪	০.৫০	০.৪৮
জাতীয় মন্দির/প্যাগোডা/গির্জা	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক	*	০.৫৯	০.৫৫	০.৫০	০.৪৮
দেবোত্তর ভূমি সংরক্ষণ	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায়

বিবরণ	২০১৮-১৯ প্রস্তাবিত	২০১৭-১৮ সংশোধিত	২০১৬-১৭ সংশোধিত	২০১৫-১৬ সংশোধিত	২০১৪-১৫ সংশোধিত
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট	*	২.৭৫	২.৫৭	২.৪০	২.০০
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজক কল্যাণ ট্রাস্ট	*	নাই	নাই	নাই	নাই

* এই সকল খাতের তথ্য জানা যায়নি।

পরিষদ বার্তা জুন ২০১৮

দিনাজপুরে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও মহামান্য হাইকোর্ট এর পূর্ণাঙ্গ রায়' শীর্ষক জাতীয় আলোচনা সভায় বিশিষ্টজনেরা ছবি : পরিষদ বার্তা

দিনাজপুরে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও মহামান্য হাইকোর্ট এর পূর্ণাঙ্গ রায়' শীর্ষক জাতীয় আলোচনা সভা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি

রতন সিং, দিনাজপুর থেকে

'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন -২০০১ ও মহামান্য হাইকোর্ট এর পূর্ণাঙ্গ রায়' শীর্ষক একটি জাতীয় আলোচনা সভায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি করা হয়। গত ৬ জুন সকালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় এই দাবি জানানো হয়। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ) ও দিনাজপুরের জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এবং ভূমি অধিকারে দেশব্যাপি কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ এএলআরডি, আরবান, কাপেং ফাউন্ডেশন, নাগরিক উদ্যোগ উত্তরাঞ্চলের পিএলএনেট (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) এর সহযোগিতায় আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সিডিএ'র নির্বাহী পরিচালক শাহ-ই-মবিন জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক ড. আবু নঈম। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো: শামসুল আজম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো: মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উপদেষ্টা কাজল দেবনাথ, ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা এস. এম রেজাউল করিম এবং এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর বলেন, দেশের জনগণের একটি অংশকে শত্রু আখ্যায়িত করে যে বৈষম্য সংঘটিত হয়েছে সেটির জন্য বেদনা বোধ করছি। আশার কথা হলো বর্তমান সরকার পৃষ্ঠা ৬

অপহরণ, হামলা ও হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

কুষ্টিয়া জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা পবিত্র কুমার দত্তের আট বছরের ছেলে দেব দত্ত গত ৯ জুন সকালে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। পরে তার লাশ পাওয়া যায়। গত ৮ জুন সন্ধ্যা ৮টায় মৌলভিবাজারের কুলাউড়া পৌরসভার অরবিন্দ মল্লিকের নবম শ্রেণী পড়ুয়া নাবালিকা কন্যা কাকলি রানী মল্লিককে এলাকার রুবেল মিয়া ও জুয়েলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। অপহরণকালে কাকলির মা কল্পনা রানী গুরুতর আহত করে। গত ৩১ মে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার আমিনপুর থানায় জাত সাকনী ইউনিয়নের সিন্দুরী গ্রামে দুর্বৃত্তরা রাধা গোবিন্দ মন্দিরে ভাংচুর করে এবং কষ্টি পাথরের মূল্যবান প্রতিমা নিয়ে যায়। ১২ জুন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগরের গাংকুল পাড়ায় রফিক মিয়া ও আয়েক আলীর নির্দেশে বিনা অপরাধে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা করা হয়। এতে প্রায় ৪০ জন আহত হয়। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপিকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৩ জুন সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বারবার অপরাজনীতির শিকার হয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ যে সব সন্ত্রাসী স্কুলছাত্রী কাকলি মল্লিক-কে অপহরণ করেছে ও কুষ্টিয়া জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা পবিত্র কুমার দত্তের আট বছরের ছেলে দেব দত্তকে অপহরণের পর হত্যা করেছে, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার আমিনপুর থানায় জাতসাকনী ইউনিয়নের সিন্দুরী গ্রামে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে ভাংচুর করে যারা প্রতিমা নিয়ে গেছে এবং যারা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগরের হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে সেসব সন্ত্রাসী ও মৌলবাদীদের বিচারের আওতায় এনে পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ গঠনকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আয়োজিত সভায় নেতৃবৃন্দ ছবি : পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের যাত্রা শুরু

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি গঠনকল্পে গত ২৬ মে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষেদের সাধারণ সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য কাজল দেবনাথ ও মিলন কান্তি দত্ত, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এবং মহানগর সার্বজনীন কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা মণি প্রমুখ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও সাউথ এশিয়ান স্টাডি সার্কেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী। সভা সঞ্চালনা করেন সন্তোষ কুমার দেব। সভায় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে আহ্বায়ক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামীকে সদস্য সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক কমিটিতে অধ্যাপক ড. সুমন কুমার বড়ুয়া এবং তাপস কুমার বিশ্বাসকে যুগ্ম-আহ্বায়ক, রণজিৎ কুমার নাথ এবং সন্তোষ কুমার দেবকে যুগ্ম-সদস্য সচিব করা হয়।

মোট ৬১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড.নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক ডা: উত্তম কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, অধ্যাপক ড. পরিমল বালা, ড. ফাদার তপন কামিলুস ডি রোজারিও, ড.সুধাংশু শেখর রায়, নমিতা মন্ডল, কালিদাস ভক্ত এবং প্রিয়াংকা গোপ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ।

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২